দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 03 DEC 2002

প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা
শিক্ষার্থী ও শিক্ষক

প্রফেসর মুহম্মদ সায়ীদুল হক

শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও চরিত্র গঠনই হল শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত, বুদ্ধি-দীপ্তি উজ্জীবিত, চিন্তা-ভাবনা সুসংহত এবং আচরণ বিন্যস্ত হয়। শিক্ষার্থীকে তার জীবনের বৃহত্তর অংশ অধ্যয়নে নিয়োজিত রাখতে হয়। তার শিক্ষাজীবনের সাফল্য মূলত অধ্যয়নের ওপর নির্ভরশীল। অধ্যয়ন একটি নীরব, নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক কার্যক্রম, একটি নিঃসঙ্গ ও কষ্টকর কাজ। শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে মনের শান্তি, অভীষ্ট অর্জনের সংকল্প ও সাফল্য লাভের আস্থা নিয়ে তাতে সমীপবর্তী না হলে তা সাফল্যমণ্ডিত হয় না। বিচ্ছিন্ন, অনিয়মিত ও উদ্দেশ্যহীন অধ্যয়ন শিক্ষার্থীর জন্য সাফল্য বয়ে আনে না।

শিক্ষার্থীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপলব্ধি করতে হবে তার শিক্ষাজীবন হলো ধারাবাহিকভাবে কতগুলো পরীক্ষা-প্রস্তুতি ও তাতে অংশগ্রহণের সমষ্টি। এসব পরীক্ষার সাফল্যই তার শিক্ষাজীবনের অগ্রগতি নির্ণয় করে থাকে। সারাবছর নিয়মিত অধ্যয়নের মধ্যেই নিহিত পরীক্ষার সাফল্য অর্জন। শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পর্যাপ্ত অধ্যয়ন করতে হবে এবং তাকে নিয়মিত ও আন্তরিকভাবে তা করতে হবে। সারাবছর পাঠ ও পঠনের সাথে সম্পর্ক নেই, পরীক্ষার কিছুদিন আগে বইপত্র নিয়ে পড়াশুনায় তৎপর হলাম, এমনটি করে আর যাই হোক সাফল্য অর্জন যে নিশ্চিত নয় তা বুঝতে হবে শিক্ষার্থীকে। অবিরাম অধ্যয়ন ও অনুশীলনই সাফল্য নিশ্চিত করে, এ বিশ্বাস তাকে রাখতে হবে। শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে, সাফল্য অর্জনের কোন সংক্ষিপ্ত পথ নেই। তাকে অবশ্যই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে হবে এবং এজন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের পাঠদান ও শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণ– এটাই হলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মূল কাজ। শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত পাঠগ্রহণ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পর্যায়ে অধ্যয়নের সহায়ক হয়ে থাকে। শিক্ষক পাঠ্যসূচী অনুসারে শিক্ষার্থীর জন্য বোধগম্য করে শ্রেণীকক্ষে সীমিত সময়ে পাঠ্যবস্তুকে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের এ পাঠদান অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য লাভ করতে পারে মূল্যবান নির্দেশিকা, যা তার পাঠ ও পঠনকে সহজতর করে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের এ পাঠদান থেকে শিক্ষার্থী যদি কিছু অর্জন করতে না পারে, যদি তার পাঠকক্ষে উপস্থিত থাকার কোন প্রয়োজন অনুভব না করে তাহলে সে প্রকৃতই শিক্ষার্থী কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আজকাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মৌলিক এ কাজটিই ব্যাহত হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পাঠকক্ষে উপস্থিত থাকছে না, নিয়মিত পড়াশুনা করছে না, পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না আন্তরিকতার সাথে। শিক্ষার্থী হয়েও শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কাজের তুলনায় শিক্ষাবহির্ভূত কাজে তার মনোনিবেশ বেশী। অভিভাবক তার সন্তানকে ভর্তি করে দিয়ে ও মাসে মাসে খরচ যুগিয়ে খালাস। সে নিয়মিত শিক্ষালয়ে যাচ্ছে কিনা, গৃহে পাঠচর্চা করছে কিনা, যথাসময়ে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে কিনা এসব দেখা যেন তার দায়িত্ব নয়। শিক্ষকও তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। শিক্ষাগ্রহণে শিক্ষার্থীর হৃদয়-মনকে আকৃষ্ট করতে, পাঠ ও পঠনে তাকে মনোনিবেশ করতে কতটা সফল হয়েছেন শিক্ষক। পাঠকক্ষে ও পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির কারণ অনুধাবন ও তার প্রতিকার করতে কতটা সহায়ক ভূমিকা রেখেছেন তিনি। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের চেয়ে প্রাইভেট টিউশনি করতে অনেক শিক্ষকের উৎসাহ বেশী। শিক্ষার্থীকে একইভাবে উৎসাহিত করে গৃহে ও কোচিং সেন্টারে প্রাইভেট টিউশনি চলছে ব্যাপক হারে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন তাই ফুরিয়ে না গেলেও তা হয়ে পড়ছে গৌণ ও অপাংক্তেয়। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যত্নবান হতে হবে।

শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ– এরূপ দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সুন্দর সম্পর্ক। দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কের চেয়ে অনেক পবিত্র এ সম্পর্ক। শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষার্থী কেবল জ্ঞানই লাভ করে না, তার উপদেশ ও পরামর্শ থেকে পায় জীবন ও চরিত্র গঠনের মূল্যবান নির্দেশনা। শিক্ষকের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হতে চাইলে তার প্রতি শিক্ষার্থীকে হতে হবে শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত, থাকতে হবে তার ওপর গভীর আস্থা। কেবল তখনই শিক্ষার্থীকে সর্বোত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করতে সক্ষম হবেন শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি হবে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ। শিক্ষার্থীর দুর্বিনীত আচরণ শিক্ষককে নিদারুণ হতাশায় ভরে তোলে, বিনিময়ে শিক্ষার্থী লাভ করে না কিছুই। অবাধ্য ও দুর্বিনীত শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিকট থেকে কিছুই শিখতে পারে না, তার অর্জন কেবলই শূন্য।

শিক্ষক মহৎ সেবাদানে নিয়োজিত। তার এ সেবা অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না, যেমনি যায় না মাতাপিতার সেবা সন্তানের প্রতি। মাতাপিতা জন্ম ও প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব পালন করেন, শিক্ষক তাকে শিক্ষিত করেন, তার হৃদয়-মনকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেন, তাকে সমাজে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে মনোযোগী হন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে যে সম্পর্ক তা সকল হীনস্বার্থ ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শিক্ষক কিছু প্রত্যাশা করেন না। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে দেখতে চান জ্ঞানের স্ফুরণ, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও সচেতন মন। শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শিক্ষক আশা করেন সদাচরণ ও সৎস্বভাব। শিক্ষার্থীকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখে শিক্ষক আনন্দিত হন, বিপথগামী দেখে ব্যথিত হন। শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষকের যে ব্যাকুলতা– তা না পাওয়ার হতাশা নয়, বরং হারিয়ে যাওয়ার বেদনা, শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত না হওয়া, জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার বেদনামাত্র।

শিক্ষার্থীর মাঝে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকেন শিক্ষক। শিক্ষকের জীবন-দর্শন, ধ্যান-জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি তার অজান্তে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রোথিত হয়। জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে তাই দেখা যায়, কোন কোন ব্যক্তিকে তার প্রিয় শিক্ষকের স্মৃতিচারণ করতে। এ প্রিয় শিক্ষকই তার জীবনকে নাড়া দিয়েছে বিরাট করে, প্রভাবিত করেছে প্রবল, তা বলাই বাহুল্য। সৎ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষকই কেবল শিক্ষার্থীর জীবন ও চরিত্র গঠনেও তাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামনে কোন আদর্শ ও মূল্যবোধ উপস্থাপন ও তা লালনে সক্ষম নন তিনি কখনও ভালো শিক্ষক নন। নীতি ও নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষক কখনও শিক্ষার্থীর আদর্শ ও প্রিয় হতে পারে না, কেননা, তিনি শিক্ষার্থীকে যথাযথ শিক্ষিত ও চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন।

মাতাপিতা তার সন্তানকে শাসন করেন, সেটা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক ও কাম্য হল শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শাসন করা। শিক্ষার্থীকে শাসন করা যায় না, এমন কথা সম্প্রতি প্রায়শঃই শোনা যায়। এটা ঠিক নয়। শিক্ষার্থী যথার্থ ক্ষেত্রে যথাসময়ে তার শিক্ষকের সঠিক নির্দেশনা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলাবোধ কামনা করে ও পছন্দ করে। যতই দুর্বিনীত হোক না কেন, শিক্ষকের যুক্তি ও ন্যায়বোধের কাছে সে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য। পরিবেশ ও প্রতিরোধ তা ক্ষণিকের জন্য বিলম্বিত করে মাত্র। শিক্ষার্থীরা বয়সে তরুণ, স্বভাবে চঞ্চল ও চিন্তায় বিপ্লবী। এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় ক্ষেত্রবিশেষে নেতৃত্ব দিতে চায়, কিছু একটা করতে চায়, সকলের নিকট তার কৃতিত্ব তুলে ধরতে চায়। যথাযথ পথনির্দেশের অভাবে এরা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়, বিপথগামী হয়। এদের মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণের ও সমস্যা সমাধানের কিছু প্রতিভা হয়ত আছে। এ সত্য উপলব্ধি করে তাদের প্রতিভা ও কার্যক্ষমতাকে যথাযথ খাতে চালিত করে শিক্ষক তাদের